# পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০

সার্কুলার- ৩/২০১৫ তারিখ : ২৯ - ০১ - ২০১৫

কনভেনার প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক
----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

আপনাদের সবার অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতায় সমিতির ৮১তম সম্মেলন ও ৮৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আন্তরিক অভিনন্দন জানাই সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির আওতাধীন সবকটি কলেজ ও পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (বারাসত) অধ্যাপক/অধ্যাপিকা বন্ধুদের। সম্মেলন স্থলের সংকীর্ণ পরিসর জনিত সকল বাধা কাটিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে যেভাবে বন্ধুরা এই সম্মেলনকে সফল ও বর্ণময় করে তুলতে উদ্যমী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তা অবশ্যই বাড়তি প্রশংসার দাবি রাখে। অভিনন্দন জানাই এই উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সকল সদস্য/সদস্যা বন্ধুকে, যাঁদের সার্বিক প্রচেষ্টায় এই সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এবার সর্বমোট ১৮৮১ জন বন্ধু প্রতিনিধি হিসাবে নাম নথিভুক্ত করে দুদিনের এই কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছেন, যা আগামীদিনে নতুন উদ্যমে পথ চলার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করবে।

সেমিনার উপলক্ষে **'ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চা : সঙ্কট ও উত্তরণ'** শীর্ষক যে বইটি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল তার কাজ শুরু হয়েছে। সদস্য বন্ধুদের বেশ কয়েকটি লেখা আমরা পেয়েছি যা সম্পাদনার কাজ চলছে। আমন্ত্রিত বক্তাদের লেখাও আমরা সংযোজনের চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে আরো কোন বন্ধু যদি লেখা দিতে চান তবে অবশ্যই CD সহ লেখার মুদ্রিত কপি ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমিতি দপ্তরে জমা দিন অথবা ক্যুরিয়র মারফৎ পাঠিয়ে দিন। আপনাদের সহযোগিতায় সংকলনটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও সময়োপযোগী করে প্রকাশ করবার আশা রাখি।

**ইতিমধ্যে বিধি অনুযায়ী সমিতির সভ্যপদ নবীকরণ ও জেলা কমিটিগুলির পুনর্গঠন বিষয়ে দুটি সার্কুলার আপনাদের পাঠিয়েছি। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে দুটি কাজই খুব গুরুত্বপূর্ণ। সভ্যপদ সংগ্রহের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে নামের তালিকা সহ তা সমিতি দপ্তরে জমা দিন। জেলা কমিটিগুলির পুনর্গঠনের কাজ সংগঠনের নিয়ম মেনে সম্পন্ন করতে হবে। জেলা সভাপতি/সম্পাদক বন্ধুদের কাছে আমাদের অনুরোধ, সম্ভব হলে নতুন জেলা কমিটি গঠনের এই প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে প্রতিটি জেলায় সম্মেলন বা সদস্য/সদস্যা বন্ধুদের নিয়ে সাধারণ সভার আয়োজন করুন। আগাম জানালে আমরাও সেই সভাগুলিতে উপস্থিত থেকে মত বিনিময় করতে পারবো।**

পদোন্নতির ২৮ মাস পিছিয়ে দেওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যসরকার এখনো শিক্ষক বন্ধুদের আর্থিক সুবিধাদানের ক্ষেত্রে বঞ্চিত রাখার সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছে। আমরা সরকারের এহেন শিক্ষক -স্বার্থ বিরোধী একগুঁয়ে মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। **গত ১৭ জানুয়ারি, কর্মসমিতির দ্বিতীয় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায়ে মামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তদনুযায়ী এই মামলায় আবেদনকারী বন্ধুদের মাথাপিছু অতিরিক্ত ২০০০ টাকা দ্রুত জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আইনজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা যত শীঘ্র সম্ভব এই মামলার কাজ শুরু করতে চাই।**

**গত ২০ জানুয়ারি আমরা সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয় DPI- র সাথে দেখা করি ও আমাদের Memorandum পেশ করি। আপনাদের জ্ঞাতার্থে Memorandum এর কপি ঐদিনই আমরা সমিতির website এ তুলে দিয়েছি। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে উল্লিখিত প্রতিটি পেশাগত দাবি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আমরা DPI র সাথে আলোচনা করেছি। দু-একটি বিষয় (২৮ মাসের সমস্যা, পুরানো রেগুলেশন মেনে Ph.D ডিগ্রি প্রাপকদের ৯ বছরে প্রমোশন না পাওয়ার সমস্যা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষক বন্ধুদের HRA বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি) ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা CAS ইস্যু সহ অধিকাংশ বিষয়েই আলোচনায় ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে।** আমরা সমিতির পক্ষ থেকে এধরনের আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সহকর্মী বন্ধুদের নানাবিধ পেশাগত সমস্যাগুলির নিষ্পত্তি ঘটাতে চাই। সমস্যা না মিটলে বা বিরোধের জায়গা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলে সমিতি তার অতীত ঐতিহ্য মেনে পথে নেমে আন্দোলন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

রাজ্য জুড়ে শিক্ষক নিগ্রহের সংখ্যা বাড়ছে। যেভাবে বর্ধমান ও উলুবেড়িয়াতে দুই প্রধান শিক্ষককে ও কাকদ্বীপে এক সহ শিক্ষককে দুষ্কৃতীদের হাতে চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে, অধ্যাপক সমিতি তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে ও এধরনের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছে। আমাদের মনে হয়েছে শিক্ষায় নৈরাজ্য রোধ করতে ও শিক্ষাঙ্গন লাঞ্ছনা ও কলুষ মুক্ত রাখার দাবিতে সমাজের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে সংঘবদ্ধ করা এই সময়ের সবচাইতে জরুরী কাজ। জেলা কমিটি ও প্রাইমারি ইউনিটগুলিকে এই বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ছাত্র সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কলেজে হিংসার ঘটনায় শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষাকর্মীগণ। শিক্ষার স্বার্থে ক্যাম্পাসগুলিকে হিংসা হানাহানি মুক্ত রাখতে প্রশাসনকে সক্রিয় ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের কথা বারংবার বলেও কোন কাজ হচ্ছে না। সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা।

একতরফা দখলদারির কারণে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখন আতঙ্কের পরিবেশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রশাসন নেই। কয়েকটি কলেজে পরিচালন সমিতির শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বহিরাগত দুষ্কৃতীদের হুমকি ও হস্তক্ষেপের ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে। এই প্রবণতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বারংবার দাবি জানিয়েও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে সংশোধিত আইন অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও অন্যান্য অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষকদের এহেন অপমান ও লাঞ্ছনা অতীতে কখনো ঘটেনি।

**নবনির্বাচিত কর্মসমিতির সদস্যদের নাম ফোন নম্বর, e-mail সহ পূর্ণাঙ্গ তালিকা আপনাদের সুবিধার্থে সমিতির website - এ দেওয়া হল।**

অভিনন্দন সহ

**(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)**
**সাধারণ সম্পাদক (মোবাইল নং : ৯৪৩৩৮২০৬১০) E-mail : spraharaj1960@gmail.com**